আলোচ্য বিষয়
শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের আপত্তি

দর্শন - অনার্স
SEMESTER -II

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের মতে, 'মায়া' নামে এক ভ্রমসৃষ্টিকারী শক্তি। মায়া-উপহিত ব্রহ্ম এই মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎরুপে প্রকাশিত হন, আর বদ্ধজীব তার অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগরের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। শঙ্কর মায়াকে 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞানও' বলেছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, মায়া মিথ্যা নয়, সত্য। তাঁর মতে, ঈশ্বরের মায়াশক্তি যেমন সত্য, তাঁর সৃষ্ট জগৎও তেমনি সত্য। রামানুজ তাঁর 'শ্রীভাষ্য'-এ শঙ্করের মায়া বাদের বিরুদ্ধে সাতটি আপত্তি তুলেছেন যা 'সপ্তধা অনুপপত্তি' নামে পরিচিত। আপত্তি গুলো হল —

১) আশ্রয়ানুপপত্তি :

রামানুজ মনে করেন শঙ্করের মায়ার স্বরূপ যেভাবে বিবৃত হয়েছে তাতে মায়ার কোন আশ্রয় থাকতে পারে না। জীব বা ব্রহ্ম কেউই মায়ার আশ্রয় হতে পারে না। ব্রহ্ম যেহেতু জ্ঞানস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞান বা মায়া যেহেতু জ্ঞান বিরোধী, তাই ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় হতে পারেননা, সুতরাং মায়ার কোনো আশ্রয় নেই।

অদ্বৈতবাদীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেছেন – রামানুজ অবিদ্যা ও জীবকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করেছেন বলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অবিদ্যা ও জীবকে একই বস্তুর দুটি পরস্পর নির্ভর দিক রূপে গণ্য করে হয় তাহলে কোন বিরোধ নেই।

২) তিরোধানানুপপত্তি :

শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ এবং মায়া বা অবিদ্যা স্বয়ংপ্রকাশকে ব্রহ্মকে আবৃত করে।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম যদি মায়া বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তাহলে প্রকাশাত্মক ব্রহ্মের তিরোধান ঘটে এবং তার ফলে ব্রহ্মের স্বরূপই বিনষ্ট হয়। কাজেই, ব্রহ্ম যদি চিৎস্বরূপ বা স্বয়ংপ্রকাশ হন, তাহলে মায়া অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন শঙ্করাচার্য যখন বলেন যে 'মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে' তখন তার অর্থ এমন নয় যে 'প্রকাশাত্মক ব্রহ্মের তিরোধান ঘটে'; তখন তার অর্থ হল-'মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীব ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না'। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে জীব ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলেও স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের তিরোধান ঘটে না।

৩) অনির্বচনীয়-অনুপপত্তি :

শঙ্করের মতে, মায়া সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। মায়া সৎ নয়, অসৎ নয়। যা সৎ নয়, অসৎও নয়, তা অনির্বাচ্য।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন, পদার্থমাত্রই সৎ হবে অথবা অসৎ হবে-সৎ ও অসৎ-এর মধ্যবর্তী তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই। সদসৎ অনির্বচনীয়রূপে মায়া হচ্ছে শঙ্করের এক অসম্ভব কল্পনামাত্র। কাজেই, মায়া অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তিকে সর্বৈব যুক্তিহীন বলেছেন। সৎ নয়, অসৎও নয়, এমন বিষয়ের অভিজ্ঞতা প্রায়শই হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় এপ্রকার সদসদ্বিলক্ষণ-অনির্বচনীয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে, যথা-রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পকে 'সৎ' বলা যায় না, আবার, 'অসৎ,' বলাও যায় না, কেননা তা প্রতিভাত হয়। এই প্রকারে মায়াও সৎরূপে বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়।

৪) স্বরূপানুপপত্তি :

শঙ্কর মায়া বা অবিদ্যাকে একটি দোষরূপে উল্লেখ করেছেন। অবিদ্যারূপ দোষের জন্যই এক ব্রহ্মস্থলে নানাত্বের জগৎ প্রতিভাত হয়।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন, এই দোষের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। অবিদ্যা কি সত্য, অথবা মিথ্যা? অবিদ্যা বা মায়া যদি সত্য হয়, তাহলে ব্রহ্ম এবং মায়াকে দুটি ভিন্ন সত্তারূপে স্বীকার করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদে পরিণত হয়। শঙ্করপন্থীরা প্রথম আপত্তির উত্তরে বলেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই কেবল বহুত্ব থাকে, পরমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। নানাত্বের জগতের ব্যাখ্যার জন্যই কেবল মায়া বা অবিদ্যাকে স্বীকার করা হয়। কাজেই, মায়ার স্বীকৃতির ফলে অদ্বৈতের হানি হয় না।

৫) প্রমাণানুপপত্তি :

শঙ্করের মতে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, তা হচ্ছে ভাবরূপ-অজ্ঞান। এই ভাবরূপ-অজ্ঞান প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই, অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে 'ভাবরূপ-অজ্ঞানের' পরিবর্তে 'জ্ঞানের অভাব'ই প্রতীত হয়। রামানুজের মতে, কোনো প্রমাণের দ্বারাই শঙ্কর সমর্থিত 'ভাবরূপ অজ্ঞানে'র প্রতীত হয় না। কাজেই, ভাবরূপ-অজ্ঞান বা অবিদ্যা অসিদ্ধ।

এই আপত্তির উত্তরে শঙ্করপন্থীরা বলেন, অজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নয়; অজ্ঞান হচ্ছে ভাবরূপ-অজ্ঞান। অজ্ঞান ভ্রমের বিষয়কে সৃষ্টি করে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জু বিষয়ক ভাবরূপ অজ্ঞান সর্পকে সৃষ্টি করে। অভাব পদার্থ কখনো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; ভাব পদার্থেরই সৃষ্টি সামর্থ্য থাকে।

৬) নিবর্ত্তকানুপপত্তি :

শঙ্করের মতে, নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান হলেই অজ্ঞান বা মায়া নিবৃত্ত হয়।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন, জ্ঞানমাত্রই সবিশেষ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা প্রভৃতিতে সবিশেষ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মেরই উল্লেখ আছে। মায়া হচ্ছে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অন্তঃস্থ নিত্যসৎ অচিৎশক্তি। কাজেই, নিত্য সৎ মায়ার নিবৃত্তি হতে পারে না। মায়ার নিবর্তক অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন- শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে নির্গুণ ও সগুণ উভয় ব্রহ্মেরই উল্লেখ আছে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য মায়া উপহিত স্বগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনই শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে মায়ার নিবৃত্তি হয়। মায়ার নিবর্তক অসিদ্ধ নয়।

৭) নিবৃত্তি-অনুপপত্তি :

শঙ্করের মতে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভাব-পদার্থ এবং ব্রহ্মজ্ঞানে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়।

রামানুজ আপত্তি করে বলেন, অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হলে তার নিবৃত্তি সম্ভব নয়। যা সৎ বা সত্তাবান তার কখনও নিবৃত্তি হতে পারে না। যা নিত্যসৎ তা অবিনাশী। কাজেই, অজ্ঞান-নিবৃত্তি অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন, মায়া ভাব-পদার্থরূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না - জগৎ থাকে না, জীব থাকে না, জীবাশ্রিত অজ্ঞানও থাকে না। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই মায়ার অনিত্যতা উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মায়া বা অজ্ঞান ভাব-পদার্থরূপে প্রতীত হলেও, ব্রহ্মজ্ঞানে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। কাজেই, অজ্ঞান-নিবৃত্তি অসিদ্ধ নয়।

ধন্যবাদ